লালগোলা-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

কালিকামঙ্গল

বলরাম কবিশেখর-বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এম এ

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম এ, ডি লিট্, সি আই ঈ মহোদয়-লিখিত মুখবন্ধ-সম্বলিত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ — চৈত্র ১৩৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ — চৈত্র ১৩৫০

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩·১—৩০. ৩. ৪৪

কর্ত্তৃক বিদ্যার তিরস্কার	৩৮
বিদ্যার উত্তর	৩৮
রাজার নিকট সংবাদ বিজ্ঞাপন	৩৯
সংবাদশ্রবণে রাজার চাঞ্চল্য	৩৯
রাজা কর্ত্তৃক কোটালদিগের তিরস্কার	৪০
কোটালগণ কর্ত্তৃক চোরের অন্বেষণ	৪০
চোর ধরিবার জন্য কোটালগণের নানা উপায় অবলম্বন	৪১
বিদ্যা-সুন্দরের সাক্ষাৎ	৪২
বিদ্যা-সুন্দরের দুঃখ	৪২
সুন্দরের সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র রজকগৃহে প্রেরণ	৪৩
সুন্দরের নারীবেশ ধারণ	৪৩
চোর বাহির করিয়া দিবার জন্য মালিনীকে ভয় প্রদর্শন	৪৪
সুড়ঙ্গপথে কোটালগণের বিদ্যার গৃহে প্রবেশ	৪৪
নারীগণের মধ্য হইতে নারীবেশী সুন্দরকে বাহির করিবার উপায় নির্দ্ধারণ	৪৫
গর্ত্ত পার হইবার সময় সুন্দরের ধৃত হওন	৪৫
সুন্দরের প্রাণ রক্ষার জন্য কোটালদিগের নিকট বিদ্যার মিনতি	৪৬
বিদ্যার বিলাপ	৪৬
চোরের সৌন্দর্য্য দর্শনে নাগরিকগণের বিস্ময়	৪৭
চোর লইয়া রাজার নিকট গমন	৪৭
চোরের বক্তব্য	৪৮
চোরের সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি	৪৯
কালিকা কর্ত্তৃক সুন্দরের উদ্ধার	৫২
কালিকার সাজ	৫২
যোগিনী ও দানবগণের সাজ	৫৩
দেবতাগণের আশঙ্কা	৫৩
জয়ন্তকে দূতরূপে বীরসিংহের নিকটে প্রেরণ	৫৪
মাধবভাটের বেশধারী জয়ন্তের আগমন ও সুন্দরের মুক্তি	৫৪

সুন্দরের আত্মপরিচয় প্রদান
সুন্দর কর্ত্তৃক নিজ গৌরব কীর্ত্তন
বীরসিংহের কালিকাদর্শন
সুন্দরের যৌতুক লাভ ও বিদ্যার পুত্র প্রসব

জাগরণ সমাপ্ত

সুন্দরের নিরুদ্দেশ হওয়ায় মাতা গুণবতীর কালিকাব্রত গ্রহণ
সুন্দরের নিকট কালিকার স্বপ্নাদেশ
বিদ্যার নিকট সুন্দরের দেশে যাইবার প্রস্তাব
বিদ্যার বারমাসী
সুন্দরের দেশে যাত্রা
মাণিকানগরে সুন্দরের অভ্যর্থনা
সুন্দরের প্রত্যাগমনে মাণিকানগরে উৎসব
পূজাপ্রচারে কালীর আগ্রহ
পূজাপ্রচারের জন্য সুন্দরের পুত্রমারণ
সুন্দরের কালীপূজা ও সদানন্দের পুনর্জ্জন্মলাভ
গুণসাগরের কালীপূজা
অষ্টমঙ্গলা
বিদ্যা-সুন্দরকে স্বর্গে নেওয়ার প্রস্তাব
বিদ্যা-সুন্দরের স্বর্গযাত্রা ও রাজপুরীর শোক
যমদূত কর্ত্তৃক স্বর্গগমনে বাধাপ্রদান
কালী কর্ত্তৃক যমের পরাভব
কালী কর্ত্তৃক ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পরাভব
কালী কর্ত্তৃক নারায়ণ ও শিবের পরাভব

পাদটীকায় অনুল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের টিপ্পনী
শব্দসূচী
ছন্দ ও রাগ-রাগিণীর সূচী
সংযোজন ও সংশোধন

ভূমিকা

ভারতীয় কথা-সাহিত্য—মঙ্গলকাব্য—কালিকামঙ্গল

ভারতের কথা-সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও প্রাচীন। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্দু ও জৈন পুরাণগুলি এইরূপ উপাখ্যানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যান প্রাচীন ভারতের কাব্য-সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে গ্রামবৃদ্ধেরা পর্যন্ত এই উদয়নের গল্প আলোচনায় মুগ্ধ ও ব্যস্ত থাকিতেন। তার পর প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মাণিকচন্দ্র রাজার গানগুলি এক সময়ে সমস্ত ভারতের জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও কথা-সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত নানা দেবদেবীর পূজাপ্রচারের কাহিনীর মধ্য দিয়া এই কথা-সাহিত্য মধ্যযুগে এক সঙ্গে বাঙ্গালীর তৃপ্তিসাধন ও ধর্ম্মোন্নতি-বিধান করিত। বেহুলা, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির মনোহর উপাখ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল। এই সকল উপাখ্যানের সহিত বাঙ্গালীর ধর্ম্মের—বিশেষ করিয়া লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিভিন্ন পৌরাণিক ও অপৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের দিক্ দিয়া অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলিই পৌরাণিক উপাখ্যানের তুলনায় উৎকৃষ্টতর। বোধ হয়, সেই জন্য পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সমস্ত দেবতা সম্বন্ধেই পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায় না। আবার শিব ও শক্তি বা কালী প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধে দুই প্রকারের উপাখ্যানই পরিচিত। শক্তির মাহাত্ম্য বিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলি দেবীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত মধুকৈটভবধ, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ প্রভৃতি কাহিনী এই গ্রন্থগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয়। এই নামের কোন কোন কাব্যে পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে লৌকিক উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। কালিকামঙ্গল কাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের ও মধুসূদন কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলে[১] পৌরাণিক ও লৌকিক দুই রকম উপাখ্যানই পাওয়া যায়।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের কাহিনীই সাধারণতঃ কালিকামঙ্গলে বর্ণিত লৌকিক কাহিনী। তবে অন্য কাহিনীও যে কালীর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে কোন কোন কালিকামঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে শিবরাম ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত একখানি কালিকামঙ্গল কাব্যের পরিচয় কিছু দিন হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। (৪৯।১৩৮-৪৩)

১। কবীন্দ্র-রচিত কালিকামঙ্গলে (পরিষৎপুথি ২২৬৪) কালীর ভক্ত কংসমল্লের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কংসমল্ল পাতালে যমঘণ্ট নাগরাজের সহিত যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া দেবীকে স্মরণ করিলে দেবী—মৃত সৈন্য হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জীবিত করিয়া দেন।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনতা ও বিস্তার

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাখ্যান নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত এই উপাখ্যানবিষয়ক গ্রন্থগুলি ইহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দর

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার প্রাচীনতা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে'।[১] বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) রামদাস সেন মহাশয় বররুচির সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) 'কলিকাতা প্রাকৃতিক যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা-সহিত বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বররুচি-কৃত গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে পুথির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল[২]। ইহার কতকগুলি শ্লোক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়-সংগৃহীত কাব্যসংগ্রহে প্রকাশিত খণ্ডিত বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দরের এই খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দর কর্ত্তৃক বিদ্যার অনুরোধ, উপভোগ ও সুন্দরের দণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাত্র ৫৪টী শ্লোক আছে।

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁহার টীকার প্রারম্ভে এবং অবসানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] তর্কবাগীশের মতে চৌরপঞ্চাশিকার কবি বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নায়ক সুন্দর। রাম তর্কবাগীশ-বর্ণিত উপাখ্যান এইরূপ—রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লী নামক স্থানের রাজা গুণসাগরের পুত্র সুন্দর লোকমুখে নৃপ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার রূপলাবণ্য ও 'বেদদাক্ষ্যের' কথা শুনিয়া গোপনে বিদ্যার গৃহে বিদ্যার সহিত মিলিত হইল। ক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। (রাজা সংবাদ শুনিয়া সুন্দরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সুন্দর তখন চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোকের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবী কালিকার স্তুতি করেন।[৪] সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী রাজার জিহ্বায় আশ্রয় করিলেন। রাজা বলিয়া ফেলিলেন—'ইনি বিদ্যার পতি।' সুন্দর তখন বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন—'রাজন্, তুমি তোমার কথা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাজন হও।' ফলে, বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ হইল।

১। History of Bengali Language and Literature, পৃঃ ৬৫৪। তবে বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম মেসিন প্রেস হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংস্করণে এই উপাখ্যানটী পাওয়া যায় না।

২। The Long-lost Sanskrit Vidyasundar—Proceedings of the Second Oriental Conference, পৃঃ ২১৫-২২০।

৩। Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London—Vol. vii, No. 4011. অভিরামের পুত্র নন্দরামের আদেশে রাধাকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ধমানে বসিয়া রচিত টীকারও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় (Descr. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng.—৭।৫১২০-১)। রাধাকৃষ্ণ বিদ্যার দেশের নাম উল্লেখ করেন নাই—তবে কাহারও কাহারও মতে সুন্দরের পিতার নাম লোমপাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। নায়কনায়িকার গোপনমিলনের বর্ণনাত্মক এই শ্লোকগুলির কালীস্তুতিরূপ অর্থান্তরের ইঙ্গিত ভারতচন্দ্র ও বলরামের গ্রন্থেও পাওয়া যায় (ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ২।১৩৭, ১৩৯; বলরামের কালিকামঙ্গল—পৃ. ৫২)।

(৫) **শ্রীমধুসূদন কবীন্দ্র,** (৬) **ক্ষেমানন্দ**[১]—এই দুই জনের রচিত গ্রন্থের সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই। মধুসূদনের কালিকামঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানই মুখ্য স্থান অধিকার করে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ইহাতে গৌণ।

(৭) **বলরাম কবিশেখর**—ইঁহার কাব্যই বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্পাদিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট ভাবে ইঁহার সময় জানা না গেলেও ইঁহার ভাষা ও রচনা দৃষ্টে ইঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

(৮) **রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন**—সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের রচয়িতা বিখ্যাত কালীভক্ত রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।[২]

(৯) **ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর**—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন। তাহারই মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে[৩]।

(১০) **নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন**—১৬৭৮ শকাব্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাঁহার মতে সুন্দরের পিতা গুণাসার, মাতা কলাবতী, রাজধানী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্ররেখা, রাজধানী উজ্জয়িনী।[৪]

(১১) **প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী**—ইনি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কৃষ্ণরামদাস ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে[৫]।

(১২) **বিশ্বেশ্বর দাস**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি বীরভূমের শিবরতন মিত্র মহাশয়ের 'রতন লাইব্রেরী'তে আছে।

(১৩) **কবিচন্দ্র**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের পুথির একটি পাতা মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। ইঁহার মতে বিদ্যার পিতা বীরসিংহের বাসস্থান কাঞ্চনপুর।

(১৪) **গোপাল উড়ে**—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কালক্রমে যাত্রার আকার ধারণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গোপাল উড়ের পুস্তকই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে[৬]।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের পূর্ব্বরূপ ও তাৎপর্য

কালীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও পূজার প্রচার বর্ণনার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, না বিদ্যাসুন্দরের মধুর সুপরিজ্ঞাত প্রেমকথার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগে দেবতার প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া দেবতার পূজা-প্রচারে সহায়তা করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। হইতে পারে, প্রথমতঃ ইহা ধর্ম্মপ্রসঙ্গবর্জ্জিত প্রেমোপাখ্যানরূপে সাধারণের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিত। কালক্রমে হয় ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বজনপরিচিত এই সুন্দর উপাখ্যান নিজেদের কাজে লাগাইবার

১। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত *History of Bengali Language and Literature*, পৃঃ ৬৫৬। বিশ্বকোষ—১৮।৬৫।

২। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-সংগৃহীত 'প্রসাদপদাবলী'র মধ্যে প্রকাশিত সংস্করণ বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। দেবেন্দ্রবিজয় বসু সম্পাদিত ও বঙ্গবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সটীক সংস্করণ বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ৮৭৭-৮।

৫। *History of Bengali Language and Literature*—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৭৮। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, প্রাণরামের গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রিত সংস্করণ অনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ এবং এই গ্রন্থই আদি বিদ্যাসুন্দরকাব্য। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৫০, পৃঃ ৬২)

৬। ১৯ বৃন্দাবন বসাকের লেন হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তখনকার দিনে পুরাণের প্রসার এত বেশী ছিল যে, শাস্ত্রমাত্রকেই পুরাণ আখ্যায় আখ্যাত করা হইত। কবিশেখর বলিতেছেন,—

জন্মিলে মরণ হয় সকল পুরাণে কয়
তার কিছু নহে ত খণ্ডন। (পৃঃ ৪২)

পুরাণের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেরও বহুল আলোচনা ছিল। কবিশেখর তাঁহার গ্রন্থে বিবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্রের পঠনপাঠনের জন্য বাঙ্গালার প্রসিদ্ধি সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত ছিল। দূর দেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া বাঙ্গালার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। দক্ষিণ দেশ হইতে সুন্দর আসিয়া তাই মালিনীর নিকট নিজের আগমনের সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে একটুও অসুবিধায় পড়েন নাই। তিনি বলিলেন,—

অনেক পণ্ডিত তর্কশাস্ত্রযুত যদি বাসা পাই থাকি সেই ঠাঁই
আছয়ে এই নগরে। কহিনু তোমার তরে॥ (পৃঃ ১৬)

প্রাচীন বঙ্গে অনেক রমণীই বিদ্যার্জ্জন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের রচিত অনেক সংস্কৃত কবিতা আজ পর্য্যন্ত জনসমাজে সুপরিচিত। বিদ্যার মুখ দিয়া সংস্কৃত শ্লোক বলান বা পুরুষের সহিত তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত করান, তাই মোটেই অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিদ্যার সখীদিগের গীতবাদ্যের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তখনও বাঙ্গালায় এই কলার আলোচনা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা রাধার বিরহ, মদনমঙ্গল, জয়দেবের গীত গান করিত, বীণা বাজাইত (পৃঃ ২৮), আবার পাশাও খেলিত (পৃঃ ১২)। মাল্যগ্রথন-কলা বিশেষ আদৃত ছিল এবং ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছিল। বিনা সুতায় মালা গাঁথার ও তাহার মধ্যে ফুলের দ্বারা নানারূপ চিত্র প্রস্তুত করিবার অলৌকিক ক্ষমতা সুন্দরের ছিল (পৃঃ ২০-১)। এই ক্ষমতাই বিদ্যাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

[কলাবিদ্যা]

স্ত্রীলোকের অলঙ্কারপ্রিয়তা চিরপ্রসিদ্ধ। বৈদিক ঋষিও উপমাচ্ছলে অলঙ্কৃতা রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তবে প্রাচীন কালের অলঙ্কার আর বর্ত্তমান কালের অলঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রাচীন অলঙ্কার এখন ঐতিহাসিকের প্রিয় বস্তু ও যাদুঘরের শোভাসম্পাদক। কবিশেখরের গ্রন্থে আমরা নিম্ননির্দ্দিষ্ট অলঙ্কারগুলির উল্লেখ পাই। কর্ণালঙ্কার—তাটঙ্ক, কনকবৌলি, মদনকড়ি, রামকড়ি, মকরকুণ্ডল (পৃঃ ২৯)।

[অলঙ্কার]

গ্রীবালঙ্কার—শতেশ্বরী হার, কেয়ূর(?) (পৃঃ ২৯)।

হস্তালঙ্কার—তাড়, কঙ্কন, কনকে গঠিত চুড়ি, কনক মাদুলী, অঙ্গুরীয়ক, দোথরী পৈছা (পৃঃ ২৯), কুলুপিয়া শঙ্খ (পৃঃ ৪৩)।

পাদালঙ্কার—পাশুলি (পৃঃ ২৯)।

কটিভূষণ—কিঙ্কিণী (২৯)।

প্রাচীন কালে কেবল স্ত্রীলোকেরাই যে অলঙ্কার পরিতেন, তাহা নহে। পুরুষের মধ্যেও অলঙ্কারব্যবহারের প্রচলন ছিল। এখন বাঙ্গালী পুরুষ অঙ্গুরীয়ক (ও কোন কোন স্থলে সূক্ষ্ম হার) ছাড়া অন্য সমস্ত অলঙ্কারের ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে। তবে কবিশেখরের সময়েও পুরুষের মধ্যে অলঙ্কার-ব্যবহার একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। তিনি কেবল পুরুষ দেবতাদেরই যে অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন, এমন নহে, সাধারণ মানুষেরও অনেক

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল-জাগরণং লিখ্যতে ॥

গণেশবন্দনা ॥

কামোদরাগ ॥

জয় জয় লম্বোদর আদি পুরুষবর
জগদীশ জগত-কারণ।
জয় প্রভু গণরায় প্রণাম তোমার পায়
কৃপা কর গজেন্দ্র-বদন ॥
বন্দোঁ গণপতি গৌরীর তনয়।
যে তোমার পাদপদ্ম চিত্তে করয়ে সদ্ম
তারে তুমি হওত সদয় ॥
ব্যাস আদি কবি যত তোমার চরণে নত
করিলেন পুরাণ প্রকাশ।
যত কিছু ভেদাভেদ ব্যক্তাব্যক্ত চারি বেদ
কৃপা করি পূরাইলে আশ ॥
নিগম কলপতরু সকল বিদ্যার গুরু
জপমালা কুশ পাশ করে।
প্রভাত কালের রবি সু-রঙ্গ দেহের ছবি
কুঙ্কুম চর্চ্চিত কলেবরে ॥
খর্ব্ব পীবর ঠান দ্বিপচর্ম্ম পরিধান
সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ডস্থল।
জটাজূট শিরে শোভে[১] অলিকুল ফিরে লোভে
মদগন্ধে হইয়া বিকল ॥[২]
নাভি গভীর সর বাহু লম্ব সিকবর (?)
গলে শোভে পারিজাতমালা।
গলে যোগপাটা সাজে চরণে নূপুর বাজে
কে বুঝিতে পারে তব লীলা ॥
ব্যক্তাব্যক্ত সৃষ্টি স্থিতি
তুমি নাথ পালন প্রলয়।
... ...
রিপুকুলে নাহি করে ভয় ॥

১। তন্ত্রসারোক্ত একপঞ্চাশৎ গণেশের মধ্যে একজনের নাম জটী।
২। তুল :—'প্রস্তদানমদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্'—গণেশধ্যান।

কৃপা কর দেবরাজ উরহ আসর মাঝ
মৃত্যুদোষ করহ মোচন।
বলরাম চক্রবর্ত্তী মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন ॥

[রামবন্দনা]

গৌরীরাগ ॥

অযোধ্যা নগরে হরি লোকের উদ্ধার করি
কৌশল্যানন্দন বন্দোঁ রাম।
অপরাধ ক্ষম মেরি শরণ লইনু তেরি
প্রণত জনের পূর কাম ॥
বন্দোঁ রাম কমললোচন।
কোদণ্ড শোভয়ে হাতে সীতা শোভে বাম ভিতে
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ ॥
সম্মুখেতে হনুমান্ অনুক্ষণ করে ধ্যান
চাঁদ বয়ান দেখে শোভা।
সীতার জীবন-বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
নীল ইন্দীবরদল আভা ॥
শারদ চাঁদের আভা মুখরুচি করে শোভা
শিরে শোভে কনকমুকুট।
কামের কামান ভুরু অশেষ লাবণ্য গুরু
মাথায় শোভয়ে জটাজূট ॥
দুই পদ ইন্দীবর নাভি গভীর সর
অজানুলম্বিত বাহুদণ্ড।
গলায় রতনহার উপমা নাহিক জার
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড ॥[৩]
পরিধান পীত বাস মুখেতে মধুর হাস
পুরাতন পুরুষপ্রধান।

৩। কুণ্ডল আগণ্ডবিলম্বী হওয়ায় কুণ্ডলের দ্বারা গণ্ডের শোভা হইয়াছিল।

[বিমলা কর্ত্তৃক কালিকার নিকট সুন্দরের বৃত্তান্তকথন]

পয়ার ॥

বিমলা বলেন মাতা কর অবধান।
যে জন স্মরণ করে কহি তব স্থান ॥
মাণিকানগরে[১] রাজা শ্রীগুণসাগর[২]।
স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর ॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যা সতী।
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী ॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ।
তেঞি সে সুন্দর করে তোমারে স্মরণ ॥
করযোড়ে বিমলা এতেক বাক্য বলি।
বর দিতে সুন্দরে চলিলা ভদ্রকালী ॥
শ্মশান-মণ্ডপে যথা মন্ত্র জপ করে।
হাসিয়া চামুণ্ডা দেখা দিলেন সুন্দরে ॥

[ভদ্রকালী কর্ত্তৃক সুন্দরকে বরদান][৩]

কিসের কারণে বালা মোরে জপ কর।
আমি দেবী ভদ্রকালী মাগ্যা লহ বর ॥
এতেক কালীর বাক্য শুনিঞা কুমার।
প্রদক্ষিণ নুতি স্তুতি কৈল শতবার ॥
করাঞ্জলি হৈয়া বলে পূর মোর আশা।
তোমার চরণপদ্ম কেবল ভরসা ॥
সকলি জানহ মাতা মনের মানস।
আপনি সৃজিলে তুমি নরনারী-রস ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন ॥
দয়া কর ভদ্রকালি দেহ মোরে বর।
একেলা যাইব আমি দেশ দেশান্তর ॥
হাসিয়া বলেন কালী শুনহ কুমার।
স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার ॥
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে।
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত।
প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥
কার্য্যসিদ্ধি হব পুত্র করহ গমন।
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অনুক্ষণ ॥
এতেক বলিয়া মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুয়া বলে শুভ ক্ষণে করহ পয়ান ॥
দ্বিতীয় লোকেরে নাহি কহে এই কথা।
গুণবতী নাহি জানে সুন্দরের মাতা ॥
গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে।
না কহিল সুন্দর মাধব ভাট[৪] স্থানে ॥

[বিদ্যার উদ্দেশ্যে সুন্দরের যাত্রা]

ধরিল পড়ুয়া বেশ সুন্দর কুমার।
উদ্দেশে গুরুর পদে কৈল নমস্কার ॥
স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর।
বহুমূল্য ধন রাখে খুঙ্গির ভিতর ॥
করিয়া উত্তর মুখ চলিল কুমার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার ॥
রাজার কুমার তবে চলিল একেলা।
কক্ষতলে খুঙ্গি পুথি নৃপতির বালা ॥
নিশির ভিতরে বালা গেল বহুদূর।
খুরদা এড়ায়্যা গেল শ্বেতরাজার পুর ॥

১। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নগরের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে ও কাশীনাথের বিদ্যাবিলাপে যথাক্রমে এই নগরের নাম রত্নাবতী ও রত্নপুরী। গোবিন্দদাসকৃত বিদ্যাসুন্দরে ইহার নাম কাঞ্চননগর (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃ. ৪৮৯)। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের হাতে ইহা কাঞ্চীরূপে পরিণত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার পিতা বীরসিংহের বাসস্থান 'কাঞ্চপুর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নিয়মে তরুণে তেজা বীরসিংহ মহারাজা
নিবাস করএ কাঞ্চপুরে।—(পরিষদের পুথি)।

২। বররুচি ও কাশীনাথের মতে গুণসাগর। কবিচন্দ্র, কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্রের মতে গুণসিন্ধু।

৩। এই বরদান বিষয় অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরকাব্যে পাওয়া যায় না।

৪। ভাটের নাম কবিচন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের মতে গঙ্গাভাট।

চড়ই পর্ব্বত বালা পশ্চাত করিয়া।
শালগিরি পর্ব্বতেতে উত্তরিল গিয়া॥
না করে বিলম্ব ঝাট্ ঝাট্ চলে বালা।
কোথা ক্ষীর খণ্ড খায় কোথা চিড়া কলা

[সুন্দরের পুরীদর্শন]

সুয়ার সহিত[১].....কুতূহলে।
প্রবেশ করিল গিয়া দেশ নীলাচলে॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া পুরী জিজ্ঞাসে সুয়ারে।
কেমত দেবতা এই পুরীর ভিতরে॥
সুয়া বলে কহি শুন রাজার নন্দন।
পুরীর ভিতরে অবতারি নারায়ণ॥
পরমপুরুষ জগন্নাথ নীলাচলে।
মহিমা কহিতে পারি পঞ্চমুখ হৈলে॥
দারুরূপে অবতারি প্রভু জগন্নাথ।
নাহি ভেদ চারি বর্ণে কিন্যা খায় ভাত[২]
কুমার বলেন চল দেখি জগন্নাথ।
সর্ব্বতীর্থ দেখাইবে কিন্যা খাব ভাত॥
দেখাইতে চাহ সুয়া যত আছে ইথে।
সফল করিব আখি তোমা সুয়া হৈতে॥
কথোপকথনে তথা পুরী প্রবেশিয়া।
একে একে দেখে পুরী সুখে জিজ্ঞাসিয়া॥
সুভদ্রা বলাই সঙ্গে দেখে জগন্নাথ।
প্রদক্ষিণ স্তুতি স্তুতি কৈল প্রণিপাত॥
বটবৃক্ষে[৩] নৃপসুত দিল আলিঙ্গন।
দশ অবতার দেখে দেউল বেষ্টন॥
দেখিল রোহিণীকুণ্ডে বাজে করতাল।
নানাবিধি বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল॥
জয়ঢোল বাজে কোথা বাজে জগঝম্প।
শব্দ শুনিয়া কোথা উপজয়ে কম্প॥
দেখিল রন্ধনশালে অনেক ব্রাহ্মণ।
কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে রহে অনুক্ষণ॥
শ্বেতগঙ্গা স্নান করি মাধব দেউলে।
মার্কণ্ড হ্রদে[৪] স্নান করে কুতূহলে॥
কৌতুকে দেখিয়া ফিরে অন্নের বাজার।
হরিষে সকল দ্রব্য কিনিল কুমার॥
কিনিয়া খাইল অন্ন নাভরা ব্যঞ্জন।
মধুলুচি ছেনা লাড়ু কিনিল তখন॥
পদ্মচিনি কলাবড়া লাড়ু গঙ্গাজল।
খাইল তোড়ানি কিনি অমৃত তরল॥
শাক সুপ পলাকড়ি ভাজা কিনে সুখে।
কৌতুকে আনিঞা অন্ন কেহ দেই মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করি পুনঃ গেলা পুরী।
সমুখে দেখিল প্রভুর বিমলা ঈশ্বরী॥
কুমার বলেন সুয়া কহ শুনি কথা।
প্রভুর সমুখে কেন বিমলা দেবতা॥
সুয়া বলে কহি শুন রাজার কুমার।
শ্রীকবিশেখর কহে দাস কালিকার॥

[জগন্নাথপুরীর উৎপত্তি-বিবরণ][৫]

সুই রাগ॥

শুনহ নৃপতিসুত উৎকল খণ্ডের মত[৬]
আছিল দ্রাবিড়[৭] মহীপাল।

১। কালি উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান পড়িতে পারা যায় না।

২। রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্বে এই প্রথার উল্লেখ নাই। স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ৩৮শ অধ্যায়ে জগন্নাথের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যের অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ অক্ষয় বটের বিবরণ স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪। স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ডে (৩।৪৯-৫১) মার্কণ্ডেয়খাতের উৎপত্তি ও উহাতে স্নানের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

৫। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বঙ্গ হইতে দিল্লী যাত্রার পথে মানসিংহ ভবানন্দের নিকট হইতে এইরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

৬। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে কিন্তু ঠিক এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। উহাতে স্বর্ণ ও রজত দ্বারা পুরী নির্ম্মাণ ও বিমলা দেবীর স্থাপনের কোনও উল্লেখ নাই।

৭। উৎকলখণ্ডের মতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যবংশীয় রাজা ও তাঁহার রাজধানী অবন্তী (উৎকলখণ্ড—৭।৬,১৪)।

তৃষ্ণায় আকুল রাজা দেখি ভীম মহাতেজা
প্রবেশিলা কানন ভিতরে।[১]
গদা আস্ফালিয়া আস্তে বন ভাঙ্গে দুই পাশে
তরু গিরি পড়ে পদভরে॥
বিড়ম্বিতে নৃপবরে ধর্ম্ম মায়াসরোবরে
বুঝিবারে পুত্রের চরিত্র।
এই সরোবর-নীরে আসি বীর বৃকোদরে
পরশনে মরে আচম্বিত॥[২]
ভীমের বিলম্ব দেখি মনে রাজা হইয়া দুঃখী
পাঠাইয়া দিলেন অর্জ্জুনে।
আসি পার্থ সরোবরে জল পরশনে মরে
যুধিষ্ঠির রাজা নাহি জানে॥
অর্জ্জুন জলেরে গেল তাহার বিলম্ব হৈল
আদেশিল নৃপতি নকুলে।
সেহ আসি সরোবরে জল পরশনে মরে
সহদেবে পাঁচে মহীপালে॥
সেহ আসি মরে এথা বিলম্বে নৃপতি তথা
দ্রৌপদীরে পাঠায় সত্বরে।[৩]
পতিব্রতা নৃপরাণী শুনিঞা স্বামীর বাণী
আস্তা মরে এই সরোবরে॥
পাঁচ জন মৈল জলে একা রাজা তরুতলে
বিলম্ব দেখিয়া ভাবে মনে।
পাঁচ জন জলে গেল কেহ না ফিরিয়া আইল
কোন পরমাদ হৈল বনে॥
আমা সনে পায়্যা ক্লেশ ছাড়ি কিবা গেল দেশ
চারি ভাই দ্রৌপদী ভাবিনী।
রবি নিজ স্থানে গেল কেহ না ফিরিয়া আইল
কুশলাকুশল নাহি জানি॥
পাইয়া মনেতে ব্যথা নৃপতি চলিলা তথা
অন্বেষণ করিতে কাননে।
ভীমের নিশান বনে দেখে রাজা স্থানে স্থানে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে॥

[ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ]

শোকাকুলি নরপতি প্রবেশিল বনে।
ভীমের নিশান সব দেখে স্থানে স্থানে॥
গদায় ভাঙ্গিয়া ভীম গেছে তরু লতা।
উছটে পর্ব্বত সব উপাড়্যাছে কোথা॥
সেই পথে আইল রাজা এই সরোবরে।
প্রথমে আসিয়া রাজা দেখিল ভীমেরে॥
দুর্জ্জয় অর্জ্জুন দেখে ভাস্যা বুলে জলে।
সহদেব তার পাছে দেখিল নকুলে॥
সুন্দরী দ্রৌপদী ভাসে জলের উপর।
কান্দিতে লাগিল রাজা হইয়া কাতর॥
চারি দিক্ নেহালিল নাহিক দোসর।
কোথা গেলে ভাই মোর বলে নৃপবর॥
ধরণী লোটায়্যা কান্দে ধর্ম্মের নন্দন।
মোর সনে পায়্যা ক্লেশ তেজিলে জীবন॥
কার সনে নাহি ভাই বাদ বিসম্বাদ।
না জানি কি হেতু হৈল এত পরমাদ॥
পাপ দুর্য্যোধন রাজ্য নিলেক কাড়িয়া।
করিলু কাননবাস তোমা সভা লৈয়া॥
বারেক উত্তর দেহ ভাই চারি জন।
একত্র থাকিব সভে কি আর জীবন॥
আর না যাইব দেশে জলে দিব ঝাঁপ।
মরমে রহিল সবে তোমা সভার তাপ॥
আকুলি হইয়া রাজা মরিবারে যায়।
পশ্চাৎ থাকিয়া তারে ডাকে ধর্ম্মরায়॥
কিসের কারণে রাজা হইলে কাতর।
অপমৃত্যু কিসেরে মরিবে নৃপবর॥

১। প্রথমে নকুল, তৎপরে সহদেব, তৎপরে অর্জ্জুন ও সর্ব্বশেষ ভীম জলানয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, মহাভারত বনপর্ব ৩১১ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

২। মহাভারতের মতে যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল স্পর্শ করায় নকুলাদির মৃত্যু হয়।

৩। মহাভারতে দ্রৌপদীর জল আনিতে যাইবার কথা নাই।

আর জন বলে সই বিধি নিরমিল।
এমন সুন্দর শিশু কোথা হৈতে আইল ॥
মানুষ না হয় এই মোর মনে লয়।
আর সখী বলে সই এই কথা হয় ॥
প্রশংসা করয়ে লোক শরদের চাঁদ।
তাহারে বধিতে বিধি নিরমিল ফাঁদ ॥
আর সখী বলে হরকোপে ভস্ম হৈয়া।
সেই কাম বুলে কিবা শিবেরে চাহিয়া[১] ॥
আর সখী বলে সই মনে লয় আর।
স্বর্গে হৈতে আইল কিবা অশ্বিনীকুমার ॥
কেহ বলে রসবতি দেখ গৌর দেহা।
কোন্ রসবতী ভোগ করে প্রেমলেহা ॥
খঞ্জন-নয়ন দেখ চকোর-বয়ান।
দেখ ভুরুলতা যেন কামের কামান ॥
কেহ বলে কনক-কমল দেহজুতি।
কেহ বলে গৌরীসুত গুহের মূরুতি ॥
কেহ বলে মানুষ না লয় মোর চিত্তে।
এ রূপে কামিনী মন নারিব ধরিতে ॥
শুনিয়াছি গোকুলেতে দেবতা শ্রীহরি।
মজিল তাহার রূপে যতেক আভীরী ॥
আর সখী বলে সই শুন মোর কথা।
মনোহর রূপ ধরে কেমন দেবতা ॥
কেহ বলে দেখ বাহু কনক-মৃণাল।
কেহ বলে এই রূপ ধরে দিক্‌পাল ॥
সুন্দরের রূপ দেখি যতেক নাগরী।
কটাক্ষ করিয়া রহে লজ্জা পরিহরি ॥
কলসী ভরিল জল নাহি রহে কাখে[২]।
ভাঙ্গিয়া পড়িল কুম্ভ হাথ দিল নাকে ॥
চলিল আপন ঘরে যতেক নাগরী।
কহিতে কহিতে পথে যায় ঘরাঘরি ॥
আর যত কুলবধূ শুনিঞা এমন।
জল আনিবার ছলে করিল গমন ॥
দেখিয়া তাহার রূপ মজাইল চিত।
শ্রীকবিশেখর গায় কালিকার গীত ॥
গতায়াত করে লোক দেখিয়া সুন্দর।
সেইখান হৈতে পুন চলিল নগর ॥
নগরের মাঝে গিয়া করিল প্রবেশ।
দেখিল পার্ব্বতীনাথ সোনার মহেশ ॥
নগরে নাগরী লোক নানা রঙ্গ করে।
সুন্দর দেখয়ে রঙ্গ নগরে নগরে ॥
ধীরে ধীরে কুমার নগর মাঝে যায়।
নগরে নাগরী সব ফিরি ফিরি চায় ॥

[সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎকার]

নগরে পসারি সব আছে সারি সারি।
আপন ইৎসায় সভে বেচা কিনি করি ॥
দেখিল মালিনী[৩] বৃক্ষতলে ফুল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে ॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তাঁর গলে ॥
ধীরে ধীরে মালিনী জিজ্ঞাসে তাঁর তরে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার বরে ॥

[মালিনীর সহিত সুন্দরের কথোপকথন]

শুন হে কুমার জিজ্ঞাসি তোমার
ঘর বটে কোন্ দেশে।

১। আর ধনি বলে এই তরুতলে
নিশ্চয় মদন রায়।
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চ শর
আর জন বলে তায়।—(কৃষ্ণরাম, ৬ক)।

২। অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কার কুম্ভ।—(কৃষ্ণরাম, ৬ক)।

৩। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে এই মালিনীর নাম 'হীরা'; কৃষ্ণরামের মতে 'বিমলা'।

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।—ভারতচন্দ্র।

বীরসিংহ নৃপতি কেমতে আছে সুখে।
বিকচযৌবন কন্যা শুনি লোকমুখে ॥
অবিবাহি কন্যা রাখে আপনার ঘরে।
বীরসিংহ নৃপতি কেমনে প্রাণ ধরে ॥
শুনিঞা তোমার কথা মনে লাগে ধন্ধ।
অবশ্য বিদ্যার রাজা কর্যাছে সম্বন্ধ ॥
সুন্দরের কথা শুনি বলেন মালিনী।
সে সকল সমাচার আমি ভাল জানি ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কুন্তী পাটরাণী।[১]
নৃপতির স্থানে নিত্য হয়ে অভিমানী ॥
বিদ্যা রূপবতী কন্যা যত রূপ ধরে।
নিত্য নিত্য নৃপরাণী কহে নৃপবরে ॥
শুনিঞা কন্যার রূপ বীরসিংহ রায়।
দেশে দেশে কত কত ঘটক পাঠায় ॥
যত যত নৃপসুত ঘটকেত আনে।
কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ॥
কুন্তী রাণী বিদ্যারে বিরলে জিজ্ঞাসিল।
বর ইচ্ছ বিদ্যা তোর যৌবন বাড়িল ॥
বিদ্যা বলে মাতা আমি করি নিবেদন।
নিত্য পূজা করি আমি কালীর চরণ ॥
যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব।
আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব ॥[২]

১। কৃষ্ণরামের মতে ইঁহার নাম কাশুপী বলিয়া মনে হয়।
কবিবর করে ধরি কাশুপীর পতি।
সিংহাসনে বসাইল আনন্দেতে অতি।—(কৃষ্ণরাম, ৩০ক)।

২। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে বিদ্যার বিবাহ না হওয়ার কারণ অন্যরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিল এই নৃপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা।
আসিয়া অনেক রাজা কেহ নাহি জিনে।
হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাহি দিনে।—(কৃষ্ণরাম, ৭ক)।
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনি বরিবেক তায়।
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল যত রাজসুত।—(ভারতচন্দ্র, ২৬)।

এইমতে হরগৌরী নিত্য পূজা করে।
প্রভাত হইলে পুষ্প যোগাই তাহারে ॥
তবে তারে হরগৌরী কহিল স্বপনে।
গুণসাগর রাজা আছয়ে দক্ষিণে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তাহার কুমার।
দিগ্‌বিজয়ী জিনে করিয়া বিচার ॥
সেই রাজা কুলে শীলে সকলে মহৎ।
বর দিল সেই বর পূর মনোরথ ॥
এ সকল স্বপ্নকথা কহে সখীগণে।
সখীগণ কহিলেক পাটরাণী স্থানে ॥
বীরসিংহে পাটরাণী সে কথা কহিল।
শুনিয়া ত নরপতি হরষিত হৈল ॥
মাধব ভাটের তরে পাঠাইল তথা।
নিত্য নিত্য অন্তঃপুরে শুনি এই কথা ॥
সুন্দর বলেন যদি ভাট পাঠাইল।
কত দিন গেছে ভাট কেন না আইল ॥
মালিনী বলেন সেই দেশ বহু দূর।
এক মাস ভাট ছাড়ি গেছে নিজপুর ॥
কথায় প্রভাত নিশি করিল দুজনে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর চরণে ॥

[বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎকারের উপায় নির্দ্ধারণ]

প্রভাত হৈল নিশি ভাবেন কুমার।
কোন্ বুদ্ধি করি দেখা পাইব বিদ্যার ॥
কেমতে তাহার সনে হয় দরশন।
না দেখিলে তারে প্রাণ না যায় ধরণ ॥
মালিনীরে দিয়া যদি পাঠাই সম্বাদ।
অন্যমত বুঝিলে হৈব পরমাদ ॥

পরম রূপসী রামা তুষ্টা শ্যামা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ।—(রামপ্রসাদ, ১৪১)।

আর দিন কহে বাপা ডাকিয়া ভাটেরে।
এক বৎসর ভাট থাক মোর পুরে॥
তবে সে বিদায় আমি করিব তোমার।
ভাটের সহিত বাপা করিল বিচার॥
শুনিল বিশেষ কথা জননীর ঠাই।
এদেশে আসিয়া বাপা বিভা দিব নাই॥
তুমি কর মোর লাগি কালীর পূজন।
নিরবধি কর সেবা শিবের চরণ॥
সেই ফলে বিধাতা আনিল এইখানে।[১]
তোমার কারণে এই কৈল নিবেদনে॥
এই কথা সংসারেতে কেহ নাঞি জানে।
করহ বিচার কন্যা যেবা লয় মনে॥
নাহি জানি কোন কহিল তোমারে।
প্রভাত কালেতে বিধি যেবা কিছু করে॥
গুপতে থাকিব এথা গুপত রভস।
পশ্চাতে যে করে কালী যশ অপযশ॥
এতেক লিখিয়া তবে কুমার সুন্দর।
গুড়াইয়া থুইল পাতি কুসুম ভিতর॥
কালীপদ সুঙরিয়া দিলেক ঢাকুনি।
হেন কালে তথা হৈতে আইল মালিনী॥
কালীপদ সরসিজে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন]

মালিনী আইল ঘর হরষিত সুন্দর
হাসি হাসি বলয়ে বচন।
শুন গ শুন গ মাসি আজি বিদ্যা হব খুসী
দেখি চিত্র কুসুম-রচন॥
যাবা মাত্রে তার স্থানে পাইবে অনেক মানে
গণিয়া বলিল আমি তোরে।
শুন গ শুন গ মাসি আছি আমি উপবাসী
মিষ্ট কিবা আন্যাছ আমারে॥
মালিনী বলেন বাছা যেই দ্রব্য কর ইৎসা
সেই দ্রব্য আন্যাছি কিনিয়া।
স্নান কর শুন বালা খাও ক্ষীরখণ্ড কলা
যাহা চাহ দিব ত আনিয়া॥
কুমার বলেন ছলা উছুর হইল বেলা
ঝাঁট চল নৃপতির ঘরে।
তথা হইতে আল্যে তুমি তবে সে ভুঞ্জিব আমি
শীঘ্র চল বিদ্যার মন্দিরে॥
কুমারের বাণী শুনি শীঘ্র চলে মালিয়ানী
গেল বিদ্যাবতীর ভবনে।
বাজারে বাজারে যায় পাছু পানে নাহি চায়
পাছে বিদ্যা করয়ে গঞ্জনে॥
নগর রাখিয়া পাছে গেলেন গড়ের কাছে
উপনীত রাজার দুয়ারে।
গেল খড়গির পথে ফুল করিয়া হাতে
যথা বিদ্যা আছে অন্তঃপুরে॥
গঙ্গাজলে করি স্নানে আছয়ে পূজার স্থানে
মালিনী আসিব কতক্ষণে।
করিয়া পূজার সাজে আছয়ে পুষ্পের ব্যাজে
ঘন আদেশয়ে সখীগণে॥
সখীগণ বলে বাণী অই আইল মালিনী
বলে বিদ্যা নৃপতিনন্দিনী।
হইল উছুর বেলা মোর কার্য্যে কর হেলা
কবে আমি পূজিব রঙ্কিণী॥[২]
মালিনী সম্ভ্রমযুতা বিনয়ে বলেন কথা
মোরে রোষ কর অকারণে।

১। তোমার প্রতিজ্ঞা কথা শুনি লোকমুখে।
মালাকার ভবনেতে আইলাম কৌতুকে।
দরশন করণে মনের কুতূহল।
স্বপনে শিবার মুখে ব্যাকত সকল।—(কৃষ্ণরাম, ৮খ)।

২। সুখে থাক নিজালয় আমারে না করো ভয়
ফুল আন যখন তখন।
প্রায় করো অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
কবে আর পূজিব ভবানী।—(কৃষ্ণরাম, ৯ক)।

বহু শাস্ত্র পড়িয়াছে নৃপতিনন্দন।
কিবা সে পুরাণ কথা করিল গ্রহণ ॥
যেই কালে হৈলা হরি ভারাবতারণ।
হৈল ছাপ্পান্ন কোটি তাহার নন্দন ॥[১]
দৈত্যবধ করি প্রভু রাখিল সংসার।
বজ্রনাভ বধ কৈল তাহার কুমার ॥
প্রভাবতী বিভা কৈল কৃষ্ণের নন্দন।[২]
সে কথা কুমার কিবা করিল শ্রবণ ॥
সেই ভাবে আইল কিবা বিভা করিবারে
গোপতে পিরীতি কিবা করিব আমারে ॥
যে হকু সে হকু আমি লজ্জা পরিহরি।
গোপতে কুমার আমি স্বয়ম্বর করি ॥
যেই দিন হরগৌরী কহিল স্বপনে।
সে কথা আসিয়া মোর হৈল বিদ্যমানে ॥
নহলি যৌবন মোর কুমার মদন।
তে কারণে বিধি মোরে করিল ঘটন ॥
এতেক কুমারী তবে ভাবে মনে মনে।
একান্ত করিল চিত্ত করিব ভজনে ॥
এ সব বারতা নাহি জানে সখীগণে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর চরণে ॥

[স্নানব্যপদেশে সরোবরে বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ]

নানা মত ভাবি মনে কুমারী সে রাত্রি দিনে
জাগরণে পোহাল্য রজনী।
মদনে দহিল অঙ্গ করিতে পুরুষসঙ্গ
সখী সঙ্গে গদগদ বাণী ॥

সকল সখীরে বলে স্নান করিবার ছলে
আজি আমি যাব সরোবরে।
যত সখীগণ রঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে
যেন করি জলের বিহারে ॥
শুনি যত সখীগণ আনি গন্ধ চন্দন
অঙ্গে তার করিল লেপন।
মণি অঙ্গে তুলি তায় নারায়ণ তৈল গায়
দিয়া কৈল অঙ্গের মার্জন ॥
আমলকী গন্ধ শেষে দিলেন তাহার কেশে
চলে সবে সরোবরজলে।
আগে পাছে যত সখী মাঝে চলে চন্দ্রমুখী
যেন মেঘে বিজলী বিলোলে ॥
দ্বিরদগামিনী রঙ্গে কর দিয়া সখী অঙ্গে
রুণু ঝুনু চরণে নূপুর।
অলঙ্কার ঝলমলি শ্রবণে কনক বৌলি
ললাটেতে সুরঙ্গ সিন্দূর ॥
অতি সুকোমল তনু রৌদ্রে মিলায় জনু
সখীগণ আৎসাদিল শিরে।
সখী অঙ্গে দিয়া হেলে রাজহংসিনী চলে
কুরঙ্গনয়নী ধীরে ধীরে ॥
গেল সরোবরজলে সখী সঙ্গে জলে উলে
করিবারে জলেতে বেহারে।
মালিনী নাহিক জানে ভাবিয়া আপন মনে
অন্য ছলে চলিলা কুমারে ॥
মাখি নারায়ণ তৈলে কুমার স্নানের ছলে
সরোবরে হৈল উপনীতে।
হুঁহে হুঁহা করে দৃষ্টি যেন চন্দ্রে সুধাবৃষ্টি
চিত্র যেন নিরমিল রীতে ॥[৩]
হুঁহে নেহালয়ে রূপে পড়িয়া মদনকূপে
দুই ঘাটে থাকি দুই জন।
অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ ॥

১। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ পঞ্চদশ অধ্যায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রসংখ্যা এক লক্ষ আশী হাজার। বঙ্কিমচন্দ্র হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব (কৃষ্ণচরিত্র, ৩য় খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)। তবে কথা এই যে, এই সকল সংখ্যার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। ইহারা বহুত্বের সূচনা করে মাত্র।

২। বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীর সহিত কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নের বিবাহের বৃত্তান্ত হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥—(ভারতচন্দ্র, ৪০)।

বিরহে আকুলী হইয়া ব্যাকুলী
বলে যত সখীগণে ॥
শুন সখীগণ দেখিল স্বপন
আজি রজনীর শেষে।
একই সুন্দর বহু গুণধর
শুইয়াছিল মোর পাশে ॥
আপনি স্বপনে হাসি তার সনে
হার দিল তার গলে।
সেই হইতে মোর চিত্ত হইল চোর
না জানি কি ফল ফলে ॥
শুন সখীগণ কর আওজন
কালী পূজিবার তরে।
আজি নিশাকালে কালী পূজি ভালে
তবে মন হয় স্থিরে ॥
শুনি এত কথা সখীগণ তথা
করে নানা আওজন।
কুঙ্কুম কস্তুরি ধূপ ধুনা করি
কটোরা পূরি চন্দন ॥
মৃগমদ আদি গন্ধ নানা বিধি
গাঁথিয়া কুসুমমালা।
যত আওজন করি সখীগণ
হরিষ রাজার বালা ॥
সখীগণ বসে বঞ্চেন দিবসে
হইল রজনীমুখ।
আসিব সুন্দর আজি মোর ঘর
বিদ্যার অন্তরে সুখ ॥
তেয়াগিয়া লাজ বিদ্যা করে সাজ
কালী পূজিবার ছলে।
বিধির লিখন না যায় খণ্ডন
শ্রীকবিশেখর বলে ॥

[বিদ্যার সাজ]

সাজে কন্যা বিদ্যা সতী রাজহংসী জিনি গতি
চরণে নূপুর ঘন বাজে।
কদম্বকোরক কুচ গজকুম্ভ জিনি উচ্চ
মধ্যদেশ গঞ্জে মৃগরাজে ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে চন্দনের রেখা তলে
ভুরুযুগ মদন কামানে।
শ্রবণে কনকবৌলী মকরকুণ্ডল দোলি
কজ্জলেতে ভূষিত নয়নে ॥
কবরী চাঁচর চুলে বেষ্টিত মালতী মালে
তার মাঝে গন্ধরাজ চাঁপা।
গলায় শোভিছে তার মুনি শতেশ্বরী হার
পিঠেতে মাণিকযুত খোপা ॥
কনক মৃণাল ভুজে তাড় কঙ্কন সাজে
কটিদেশে কনক কিঙ্কিণী।
কনকের তাড় হাতে অতি শোভা করে তাতে
দোথরী পইছা তাহে মণি ॥
মরকত জড়াজড়ি কনকে গঠিত চুড়ি
বাহুমূলে কনক মাদুলি।
দশন কুন্দের পাঁতি তাম্বূলের রস তথি
যেন মেঘে পড়িছে বিজুলি ॥
পড়িল ক্ষীরোদ বাস মুখে মৃদু মন্দ হাস
মুখরুচি শরদের চাঁদ।
কনক কমলদাম দেহরুচি অনুপাম
বিরহী জনের হৈল ফাঁদ ॥
চরণ অঙ্গুলি মাঝে মাণিক পাশুলি সাজে
করাঙ্গুলে বিচিত্র অঙ্গুরী।
হার কেয়ূর গলে সুশোভন পরিমলে
সাজে কন্যা নৃপতিকুমারী ॥
হাসিয়া ত চন্দ্রমুখী সর্ব্বাঙ্গ দর্পণে দেখি
নিজরূপ চিত্রের সমান।
বিশ্বকর্ম্মা করি যত্ন দিয়া কিবা কত রত্ন
কত কালে কৈল নিরমাণ ॥

চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে
হইবেক সুলঙ্গ সরণী[১] ॥
পূরিবেক মনোরথে চলহ সুলঙ্গ পথে
যথা বিদ্যা নৃপতিকুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে সুলঙ্গ হইব বরে
অন্তর্দ্ধান হৈলা মহেশ্বরী ॥

[সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার গৃহে প্রবেশ]

সম্পূর্ণ হইল আশে ধরি নটবর বেশে
হরষিতে চলিলা সুন্দর।
এথা বিদ্যা নিকেতনে কুমার ভাবিয়া মনে
ঘন ঘন করে বারি ঘর ॥
গন্ধে কৈল আমোদিত নানা পুষ্পে সুশোভিত
পালঙ্কের উপরে মশারি।
শোভে মুকুতার ঝারা হীরা মাণিকের তারা
তাহে একা আছয়ে সুন্দরী ॥
বিরহে ব্যাকুলী হৈয়া কুমারের নাম লৈয়া
কান্দে বিদ্যা বিরহে আকুল।
কুঙ্কুম কস্তুরী যত অঙ্গের ভূষণ শত
মলয়জ অঙ্গে লাগে শূল[২] ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া সখীগণে তেয়াগিয়া
কান্দে বিদ্যা বিরহে কাতর।
ছাড়িয়া আমার তরে গেল সে কুমারবরে
নৃপতি সুন্দর নিজ ঘর ॥
কুমারী ভাবেন ব্যথা হেন কালে গেল তথা
সুন্দর নৃপতিকুমার।
কপাট নাহিক খসে বসিলা বিদ্যার পাশে
দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার[৩] ॥
কুমার পাশেতে দেখি কুমারী লজ্জিতমুখী
চাঁদমুখ ঝাঁপয়ে বসনে।
হাসিয়া কুমার ধরে বিদ্যাবতীর অম্বরে
শ্রীকবিশেখর সুরচনে ॥

[বিদ্যার সহিত সুন্দরের রহস্যালাপ[৪]]

কুমার বসিল পাশে দেখিল কুমারী।
হরিষ বিষাদ মনে হৈয়া চমৎকারী ॥
কপাট নাহিক লড়ে খিল নাহি খসে।
অলক্ষিতে কুমার আইল মোর পাশে ॥
না জানি দেবতা কিবা না জানি মানুষ।
অলক্ষিতে কোন পথে আসিল পুরুষ[৫] ॥
হাসিয়া কুমারী কিছু বলে ধীরে ধীরে।
শুনহ পুরুষ কেন আইলে মোর পুরে ॥
ভাল নহে তোমার এ সব ব্যবহার।
কি কারণে বসনেতে ধরিলে আমার ॥
বিভা নাহি হয় মোর সেবি হরগৌরী।
পুরুষবিদ্বেষী বলি লোকে নাম ধরি ॥
দেবতা মানুষ কিবা হও কোন জন।
আপন ইৎসায় আসি ধরিলে বসন ॥
৩। চন্দ্রের উদয় কিবা যামিনী হইল দিবা
সখীসঙ্গে রামা চমকিত ॥
স্বর্ণঝারি বারিপূর্ণ কিঙ্করী দিলেক তূর্ণ
গুণনিধির নন্দন।—(কৃষ্ণরাম, ১৩ক)।

১। বিদ্যার মন্দির আর বিমলার ঘর।
হইল সুড়ঙ্গ পথ অতি মনোহর ॥
চন্দ্রকান্তমণি কত জ্বলে ঠাঞি ঠাঞি।
রজনী দিবার প্রায় অন্ধকার নাঞি ॥—(কৃষ্ণরাম, ১৩ ক)।

ভারতচন্দ্র সিঁধ কাটার জন্য কালিকার দ্বারা সুন্দরকে সিঁধ কাটিবার মন্ত্র ও সিঁধকাঠি দেওয়াইয়াছেন।

২। চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।—(ভারতচন্দ্র, ৪৬)।

৪। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে এইরূপ রহস্যালাপ নাই।

৫। দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে।
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর ॥—(ভারতচন্দ্র, ৪৮)।

হইল বিষম সখী ভাবে নিরন্তর।
পাছে না সভার প্রাণ বধে নৃপবর॥
তাহার মধ্যেতে এক ছিল দুষ্ট সখী।
ত্রাস পাইল সেই গর্ভচিহ্ন দেখি॥[১]
কালীর কমলপায় মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী॥

[বিদ্যার গর্ভসংবাদ রাণীর নিকট বিজ্ঞাপন]

বড়ই বিষম সখী নাম বিকটামুখী
চলিল কহিতে গর্ভ দেখি।
গর্ভ ধরে বিদ্যা সতী দেখিয়া বিষম অতি
ত্রাসে হইয়া অশ্রুমুখী॥
কাঁদিয়া রাণীর স্থলে করযোড় হইয়া বলে
অবধান কর পাটরাণি।
হৈল বড় পরমাদ বিধি কৈল বিসম্বাদ
বিপাক হইল ঠাকুরাণি॥
কহিবারে করি ভয় সত্য কিবা মিথ্যা হয়
দেখ গিয়া বিদ্যার উদরে।[২]

[সংবাদ শ্রবণে রাণীর বিলাপ]

শুনিয়া সখীর বাণী অচেতন পাটরাণী
মহীতলে পড়িল মূর্চ্ছিতা।
দশ বিশ সখী মেলি শিরে তার জল ঢালি
নাহি রাণী পাইল সম্বিতা॥
কর্ণে ডাকে সখীগণ অতি ঘোর দরশন
কতক্ষণে চেতন পাইল।
পুরুষবিদ্বেষী ঝি কর্ম্ম করিল কি
ইহা বলি দেখিতে চলিল॥
অঝোর নয়ানে কাঁদে কেশ বাস নাহি বান্ধে
গেল অন্তঃপুরীর ভিতর।[৩]
বিদ্যা ইহা নাহি জানে নিদ্রা যায় অচেতনে
অলসেতে মহীর উপর॥
বিকটা সখীর বাণী বিদ্যমানে দেখে রাণী
গর্ভের লক্ষণ যত আছে।
নিরক্ষয় একে একে গর্ভচিহ্ন যত দেখে
অশ্রুমুখে গিয়া তার কাছে॥

আচম্বিতে গর্ভচিহ্ন ধরয়ে কনকবর্ণ
দেখি ত্রাস জন্মিল অন্তরে॥
পুরুষ নাহিক দেখি গর্ভ ধরে চন্দ্রমুখী
অলসে লোটায় মহীতলে।
কেমত প্রকারে রাণী মোরা কেহ নাহি জানি
নিবেদন কৈল পদতলে॥

১। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে বিদ্যার গর্ভের লক্ষণ দর্শনে সকল সখীই চিন্তিত হইয়াছিল।

গর্ভবতী হইল যদি নৃপতির সুতা।
সখীগণ দেখিয়া সকল ভয়যুতা॥—(কৃষ্ণরাম, ১৬খ)।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে॥—(রামপ্রসাদ, ১৫৫)।
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥—(ভারতচন্দ্র, ৮৯)।

২। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মতে সমস্ত সখীরা পরামর্শ করিয়াই রাণীর নিকট গিয়াছিল।

রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।—(রামপ্রসাদ, ১৫৬)।
যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়॥—(ভারতচন্দ্র, ৯০)।

কৃষ্ণরামের মতে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া সুলোচনানাম্নী সখী রাণীর নিকট গিয়াছিল।

সুলোচনা বলে এত কেন পাও ভয়।
যে করে সারদা আর ভাবিলে কি হয়॥
তোমরা বসিয়া থাকো যত সহচরী।
রাণীরে সকল গিয়া নিবেদন করি॥
আমা সবাকার এত ভয় কিবা কারে।
সে থাকু ইহার মাথা এ থাকু তাহারে॥
মালিনী পড়িবে দায় যদি বড় বাড়ে।
ঘোড়ার আপদ যেমন বানরের ঘাড়ে॥—(কৃষ্ণরাম, ১৭ক)।

৩। আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।—(ভারতচন্দ্র, ৯০)।

বিপরীত হৈল রাজা কহিল তোমারে।
পাপমতি বিদ্যা গর্ভ ধরিল উদরে॥
কোথা হৈতে আইল চোর মোর অন্তঃপুরে।
কোন সখী তার মধ্যে লখিতে না পারে॥
এত যদি কুন্তীরাণী কহিল রাজারে।
মূচ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে নৃপবরে॥[১]
মোহ গেল নৃপতি পড়িল ভূমিতলে।
চারি দিকে পাত্রগণ শিরে জল ঢালে॥

——

[রাজা কর্ত্তৃক কোটালদিগের তিরস্কার]

সম্বিৎ পাইয়া রাজা চাহে চারি পানে।
কোটাল কোটাল বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
এক বলিতে তথা ধায় শত জন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
কোটাল দেখিয়া রাজা অধর কাঁপয়।
নিজ খড়্গ হাতে লৈয়া কাটিবারে ধায়॥
লুট্যা দেশ খাসি বেটা দেশের কোটাল।
ভাল মন্দ মোর পুরে না কর বিচার॥
মোর পুরে চোর আসি করয়ে প্রবেশ।
বিচার না কর বেটা লুট্যা খাও দেশ॥[২]
গলায় কাপড় দিয়া বলেন কোটাল।
অপরাধ বড় মোর বটে মহীপাল॥
দশ রোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর।[৩]
না পারিলে সবংশে গর্দ্দান মার মোর॥
অন্তঃপুরে চোর আমি ধরিব কেমনে।
যথা পাই চোর ধর্য্যা দিব দশ দিনে॥
রাজা বলে অন্তঃপুর না কর বিচার।
যথা পাহ চোর ধর দোষ নাহি তোর॥
আজ্ঞা দিল বীরসিংহ চোর ধরিবারে।
সাত বার প্রণাম করিল নৃপবরে॥
চোর ধরিবার তরে চলে নিশাচর।
শ্রীকবিশেখর কহে কালীর কিঙ্কর॥

[কোটালগণ-কর্ত্তৃক চোরের অন্বেষণ[৪]]

জয়রাম (ঞ)

চলিল কোটাল তবে লৈয়্যা সর্ব্বসেনা।
সঘনে কল্যাণ বাজে ব্যালিশ বাজনা॥
সাজ সাজ বলে ঘন কোটাল দুর্ব্বার।
দুই শত পাইকে ধাইল খুরধার॥

১। বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়।
অনিমিখ নয়ানে হইল জ্ঞানহারা।
সাগরে ডুবিল যেন রতনের ধারা।
অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।
চলিয়া যাইতে যেন বাঘে দিল তাড়া।
পর্ব্বত হইতে যেন পিছিলল পা।
অস্ফুট কদম্বকলি লোম সবে গা।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ক)।

২। তিলেক নাহিক ডর সুখে থাক নিজ ঘর
রমণী লইয়া দিবানিশি।
না রাখো আমার পুরী প্রতিদিন যায় চুরি
হেন কর্ম্ম তোমা মনে বাসি।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ক)।
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।—(ভারতচন্দ্র, ৯৭)।

৩। এক নিবেদন করি চোর আনি দিব ধরি
ব্যাজ কর দিন পাঁচ ছয়।
নাগাল না পাই যদি রাখিতে নারিবে বিধি
দৈবেতে বধিবে মহাশয়।—(কৃষ্ণরাম, ১৯ খ)।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ—(ভারতচন্দ্র, ৯৭)।

৪। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে কি চুরি হইয়াছে জানিবার জন্য প্রথমে কোটাল রাণীর নিকট নিজের স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিল।
না জানি রাজার কি যে দ্রব্য গেল চোরে।
সেই রাগে সবংশে বধিতে চায় মোরে।
... ...
রাণীর নিকটে তুমি করহ গমন।
জানিয়া আইস দেখি ইহার কারণ।—(কৃষ্ণরাম, ১৯খ)।

[নারীগণের মধ্য হইতে নারীবেশী সুন্দরকে
বাহির করিবার উপায় নির্দ্ধারণ]

কোটাল বলেন ভাই শুন সর্ব্বজন।
দৈবে মরিব আছে বিধির লিখন॥
এই ঘরে আছে চোর ধরি নারীরূপ।
এই কথা মনে মোর হইল স্বরূপ॥
সমান বয়েস এই দশ সখী আছে।
বিদ্যা লইয়া একাদশ হয় তার পাছে॥
সমান আকৃতি সভে সমরূপ ধরে।
নিশ্চয় পুরুষ আমি বলিব কাহারে॥
কোটাল বলেন ভাই শুন খুরধার।
এক যুক্তি বিনে ভাই যুক্তি নাহি আর॥
কোদাল আনিঞা খাদ কাটহ দুয়ারে।
এই যুক্তি বিনে নাঞি কহিনু তোমারে॥
দুই হাত পরিসর উভে দুই হাত।
গর্ত্ত কাটি কোটালিয়া স্মরে বিশ্বনাথ॥
কোটাল বলেন তবে শুন নারীগণ।
দৈবে মরণ আছে বিধির লিখন॥
আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে।
সেই জন করে যদি স্বধর্ম্ম লঙ্ঘনে॥
পঞ্চম পাতকী তবে সেই জন হয়।
আপনার ধর্ম্ম যেই কপটে লঙ্ঘয়॥
নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন।
নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন॥
ধর্ম্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন।
বাহিরে আইস যত আছ সখীগণ॥
এতেক কোটাল যদি বলিল সভারে।
শ্রীকবিশেখর কহে কালিকার বরে॥

[গর্ত্ত পার হইবার সময় সুন্দরের ধৃত হওন]

প্রথমে মদনা সখী গর্ত্ত হইল পার।
ধর্ম্ম সাক্ষী সাক্ষী ডাকেন দুরবার॥
দ্বিতীয়েতে পার হইল সখী চন্দ্রাবলী।
তৃতীয়ে সন্তোষা যায় চতুর্থে মুরারি॥
পঞ্চমেতে পার হইল মালতী সুন্দরী।
ষষ্ঠমেতে পার হইল সখী মন্দোদরী॥
সপ্তমেতে পার হৈয়া গেল তিলোত্তমা।
অষ্টমেতে পার হৈল সখী সত্যভামা॥
নবমেতে পার হৈয়া গেল পদ্মাবতী।
কুমার ঠেলিয়া পার হৈলা বিদ্যা সতী॥[১]
ভাবেন কুমার আমি দৈবে মরিব।
কোটালের বংশের বধ কেন বা লইব॥
জন্মিলে মরণ হয় মরিলে ত জন্ম।
অকারণে কেন আমি করিব অধর্ম্ম॥
এতেক কুমার তবে ভাবে মনে মন।
পার হতে বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥
হরি শব্দ করি তারে কোটাল ধরিল।
গোপথে আছিল চোর প্রকাশ হইল॥
অঙ্গের ভূষণ যত নিলেক কাড়িয়া।
পিছমোড়া করি বাঁধে পাট দড়ি দিয়া॥
সুন্দরের দেখে বিদ্যা এতেক দুর্গতি।
কোটালের পায়ে ধরে লোটাইয়া ক্ষিতি॥

১। সুলোচনা শকুন্তলা সুধামুখী শশিকলা
কমলা বিমলা কলাবতী।
রেবতী রোহিণী উমা প্রভাবতী তিলোত্তমা
পার্ব্বতী মালতী সতী॥
যশোদা রাধিকা গৌরী হরিপ্রিয়া মহেশ্বরী
শিবাণী সর্ব্বাণী শশিমুখী।
ভাগ্যবতি পতিব্রতা মঞ্জরী মাধবীলতা
হারাবতী মনোরমা সখী॥
পার হইয়া বাম পায় একে একে সবে যায়
অনিমিখি নিরখে কোটাল।—(কৃষ্ণরাম, ২২খ)।

হেন কালে চোর লৈয়া ভেটিল কোটাল।
দেখিয়া চোরের রূপ ভাবে মহীপাল॥
মনে মনে ভাবে রাজা সে রূপ দেখিয়া।
না ধরে এমত রূপ মানুষ হইয়া॥
লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার॥[১]

[চোরের বক্তব্য]

চোর বলে নরপতি বধিবে পরাণ।
বোল দুই বলি কিছু কর অবধান॥
জীবন অনিত্য মৃত্যু আছে সভাকার।
নিবেদন করি কিছু দুঃখ আপনার॥

কালীপদেত্যাদি।[২]

চৌর বিরাজসি যে পুরে কে তোবেন আনিল মোরে
কহ বিচারি।
হাকি হালইষে মুণ্ড কোটোয়াল জন্ম নাহি কহ কিয়ে ছরি॥

ঠাড ভাই কা হে মন দুরবার হাকি ঝিকে কেশে দিয়ে দড়ি।
এহ ধ্বনি শুনি মুখটি ভাসত চিত্তক পুত্তলি রহ খেড়ি॥
শুনি সুন্দর বোলত শুনেন নররাজ কহে ফিকায় রে
মুড মেরি।
কনক চম্পক রায়ত দেহকান্তি আহ পুত্র তেরি॥

দন্তেতে কদম্ব কোর কুচকুম্ভ
যো বিবাহযোগ্য বিশতি সমুখ পদ্মহারিণি!
স্বর্ণ বর্ণ দেহকান্তি দীপ্ত কর কবরি জদন্তী
ইষ ইষ দন্ত জারি শম্ভুমনমোহিনী।
সুপ্তলঙ্গ, কেলি অঙ্গ, ভঙ্গ সঙ্গ মেলি।
কেন্দি পাদ্য মৃগসারলোচনি!
পাণ্ডুগণ্ড, মুক্ত কেশ
বেশ রঞ্জ চিত্র শেষ
জম্ভজারি নাথ ইতি ভাতি মধ্য শোইনি।
কলুষ কত মুক্তাহার
কুচকুম্ভ দন্ত মার
বাললক্ষ বেক্য মধবান পুত্রি ঝিকিনি॥
সমুরা বিখে দছ মুরা
হুহু তুই নুবিঅ সেদবারি
গৌরি অঙ্গ রাগ রাগ রাগিণি।
হসত লসত, মিট মিট রজনীর
ভষ অবশ দিঠ সুঙরি সুঙরি
মনু মেরি।
তুহ নুট তনু চিতা, শ্রীকবিশেখর লুঠত মাথ
প্রাণভোজনভক্ষকনাথ।
তাত রমণী চরণযুগলে সহিতা॥[৩]

১। কিবা মুখ কিবা ধীর জানিবারে আট।
রাজা বলে দক্ষিণ মশানে লয়ে কাট।
নয়ান ঠারিয়ে পুন কোটাল বুঝিল।
লয়ে যাই বলে ক্ষণেক রাখিল।—(কৃষ্ণরাম, ২৪)।
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্ত চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই।
আঁখিঠারে আর বারণ করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন।—(রামপ্রসাদ, ১৭৩)।
কাটিতে উচিত কিন্ত কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব।
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যা হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা।—(ভারতচন্দ্র, ১২৫)।

এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর মুখ দিয়া সুন্দরের সমস্ত পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

২। এইটী কালীপদসরসিজে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভারতী।

এইরূপ একটী ভণিতার প্রতীক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রতীক ইতঃপর আরও কয়েক স্থানে আছে।

৩। এইরূপ আধ-বাঙ্গালা আধ-মৈথিলী ভাষার দ্বারা সুন্দরের অবঙ্গীয়ত্ব বাহাল হইয়াছে। তবে এই স্থলের পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধিবহুল; পুথিতে যেরূপ আছে, আমাদিগকে প্রধানতঃ তাহাই ছাপিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের গ্রন্থে মাধব ভাট সুন্দরের দেশে যাইয়া হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালায় কথা বলিয়াছেন; স্বয়ং রাজা বীরসিংহ বর্ত্তমান বাঙ্গালী গৃহস্থের মত কোটালদিগের কাছে হিন্দীমিশ্রিত ভাষায় ব্যবহার করিয়াছেন।

অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু
মুক্তাফলপ্রকরবিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ॥

টল টল কনককুণ্ডল শ্রুতিভাগে।
দোলমাল করে বিপরীত রতিযোগে॥
শ্রমে অলক শোভা করে ত বদনে।
মুকুতানিকর যেন কুণ্ডলের সনে॥
শুনিঞা লজ্জিত রাজা বলে হান হান।
চোর বলে বচনেক কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং বিধৃতকজ্জললোলনেত্রাং
যূথিপ্রসূতকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরসংলুলিতমৌক্তিকদন্তকান্তিম্
আবদ্ধহেমকটকাং রহসি স্মরামি॥

তরাহল বিধৃত কজ্জল লোলনেত্রে।
যূথী জাতী মালতী আকুল কেশপাশে॥
সিন্দূরললিত তার ললাটফলকে।
মুক্তিক দশনপাঁতি বিজুলিনিন্দকে॥
নানা আভরণ অঙ্গে গলে মণিহার।
আমি হত হইলে শূন্য হইব বিদ্যার॥
বীরসিংহ বলে রে কোটাল দুর্ব্বার।
কার মুখ চাহ মাথা হানহ চোরার॥
দক্ষিণ মশানেতে চোরের মাথা হান।
হাসিয়া ত বলে চোর কর অবধান॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনী মৃগশাবকাক্ষী।
পীযূষপূর্ণিত কুচকুম্ভযুগ দেখি॥
দিন অবসানে যদি দেখি তার মুখ।
কি করিব চতুরঙ্গ লব বাদ্য সুখ॥
শুনিঞা কোপিত রাজা বলে মার মার।
চোর বলে বোল দুই শুনহ আমার॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজপুত্রীম্
সম্পূর্ণযৌবনসদালসঘূর্ণনেত্রাম্।
গন্ধর্ব্বযক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং
সাক্ষান্নভোনিপতিতামিব চিন্তয়ামি॥
অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ।
তদ্ভ্রাতরো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি ভবতস্ত্বরিতং লুনীহি॥

মরু নহে নববধূ সুসর ভাতি যোগে।
যদি মোর মরণ হয়েন তার আগে॥
তবে মোর দুঃখ শান্তি শুন নরপতি।
চোর বলে বচনেক কর অবগতি॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্বহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অঙ্গীকার করিলে শুনহ নরপতি।
অদ্যাপি না করে ত্যাগ বিষ পশুপতি॥
দেখ কূর্ম্ম পীঠে ধরে অবনীমণ্ডল।
অম্ভোনিধি বহে দেখ বাড়ব আনল॥
যেই জন সুকৃতি করিল অঙ্গীকার।
অঙ্গীকার কৈলে তুমি শুন দুরবার॥
জামাতা বলিয়া মোরে কৈলে অঙ্গীকার
অকারণে বধ কেন লইবে আমার॥
জামাতা বিষ্ণুর সম কহে ধর্ম্মশাস্ত্রে।
কি কারণে নৃপতি কাটিতে কহ অস্ত্রে॥
যদি দুষ্ট বটি আমি তথাপি ভাজন।
সভামধ্যে অঙ্গীকার করিলে রাজন্॥
এত যদি চোর তবে বীরসিংহে বলে।
লাজে হেট মাথা রাজা রহে সভাতলে॥

আমার সেবক কভু না হয় বিনাশ।
বিষম সঙ্কটে আমি রাখি নিজ দাস॥

[জয়ন্তকে দূতরূপে বীরসিংহের নিকট প্রেরণ]

এমত শুনিয়া ইন্দ্র যোড় করে পাণি।
কোন ছার মনুষ্যের এতেক সাজনি॥
মাছিরে পর্ব্বতঘাত কোথাহ না শুনি।
পতঙ্গে মাতঙ্গ সাজে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
দেবগণ তুয়া পদ না পায় ধেয়ানে।
আপনি সাজিলা তুমি যাইতে বর্দ্ধমানে॥
বুদ্ধিবলে বরপুত্রে করহ রক্ষণ।
বর্দ্ধমানে ভাটরূপে যাকু একজন॥
মাধব ভাটের রূপে দেকু পরিচয়।
তোমার ব্রতের দাস যেন রক্ষা হয়॥
তবে যদি রক্ষা নাহি হয় তুয়া দাস।
সবংশে তাহার আমি করিব বিনাশ॥
সায় দিলা ভদ্রকালী সঙ্কোচিলা ক্রোধ।
রাখিলেন বীরসিংহে ইন্দ্র অনুরোধ॥
পান দিয়া জয়ন্তেরে ইন্দ্র তবে বলে।
ধরিয়া ভাটের রূপ যাও ক্ষিতিতলে॥

[মাধবভাটের বেশধারী জয়ন্তের আগমন ও সুন্দরের মুক্তি]

সভামধ্যে বীরসিংহ হেট মাথে আছে।
হান হান মার মার কোটালেরে পাঁচে॥
এমত সময়েতে মাধব ভট্ট আসি।
সুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী॥
ডানি হাতে আশীর্ব্বাদ করিল সুন্দরে।
বাম হাতে আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে॥[১]

১। জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বার
ময়ূরা করিল বাম করে।
দেখিয়া অবনীপাল হইলা অতিশয় কাল
ঘুরায়ে নয়ান জোর ঘোর॥

দেখিয়া ভাটেরে বলে বীরসিংহ রায়।
অনুচিত কর্ম্ম কেন করিলে সভায়॥
বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি।
সুন্দরসদৃশ রাজা কেবা আছে ক্ষিতি॥
দশ লক্ষ মত্ত হস্তী যাহার দুয়ারে।
সৈন্যসাগর আছে যার পরিবারে॥
তোমা হেন কত রাজা যাহার দুয়ারে।
কার বোলে অপমান করহ তাহারে॥
ধন্য তোমার কন্যা ধন্য বিদ্যা সতী।
শিশুকাল হৈতে ধন্য পূজিল পার্ব্বতী॥
তোমা হেন কত রাজা স্তুতি করে যারে।
কত জন্ম সেবি বিদ্যা বর পাইল তারে॥
মাধব ভাটের বাক্যে লাগে চমৎকার।
হরি হরি বলে লোক করে হাহাকার॥
ভাটের বচনে রাজা বন্ধন ঘুচায়।
সুন্দরের তরে কিছু জিজ্ঞাসিল রায়॥

[সুন্দরের আত্মপরিচয় প্রদান]

রাজা বলে চোর তুমি কাহার নন্দন।
কোন দেশে বৈস এথা আইলে কি কারণ
সুন্দর বলেন ঘর মাণিকা নগর।
আমার পিতার নাম শ্রীগুণসাগর॥
গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি।
সুন্দর আমার নাম কর অবগতি॥
তোমার মাধব ভাট গেল মোর পুরে।
বিদ্যার রূপের কথা কহিল আমারে॥

ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিলা অতি
অপরাধ নাহি কিছু মোর।
দুখানলে দহে মন কি করিব নিবেদন
অবধান কর নরপ্রভু।
দেখিয়া সুন্দর বরে বন্দিতে তোমার তরে
না উঠে দক্ষিণ কর কভু।—(কৃষ্ণরাম, ২৭ক)।

[সুন্দরের যৌতুকলাভ ও বিদ্যার পুত্রপ্রসব]

পূজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝাড়ি।
দুই শত দাসী দিল পরম সুন্দরী॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল।
হরষিত রাজ্যখণ্ড আছে মহীপাল॥
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল।
শুভ ক্ষণে বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল॥[১]
ষষ্ঠী পূজন আদি ছিল যত ধর্ম্ম।
দিবসে দিবসে সেই নিবড়িল কর্ম্ম॥
সদানন্দ করিয়া রাখিল তার নাম।[২]
কালীর চরণে কহে দ্বিজ বলরাম॥
ইতি জাগরণ সমাপ্ত॥

[সুন্দর নিরুদ্দেশ হওয়ায় মাতা গুণবতীর কালিকাব্রত গ্রহণ]

এথা রাণী গুণবতী কাঁদে রাত্রিদিনে।
সুন্দর কোথায়ে গেল কেহ নাহি জানে॥
শোকাকুল রাজ্যখণ্ড শুন্যা চমৎকার।
আচম্বিতে কোথাকারে গেলেন কুমার॥
চমকিত সর্ব্বজন করে অন্বেষণ।
কেহ নাঞি পায়ে কুমারের দরশন॥
শোকাকুল পুত্রশোকে [শ্রী]গুণসাগর।
পুরীখণ্ড জ্ঞানহত শোকেতে জর্জ্জর॥
রামায়ণ পুরাণ রাজা শুনে রাত্রিদিনে।
সেই কর্ম্ম কৈলে তাপ হয় নিবারণে॥
এককালে ইন্দ্র ছিল সভায় বসিয়া।
যতেক অপ্সরী নৃত্য করিল আসিয়া॥
তাহা দেখিবারে আইল যত দেবগণ।
দৈববশে তথা হইল পুষ্প বরিষণ॥
দিব্য পুষ্প পাইয়া ইন্দ্র আঘ্রাণ লইল।
গন্ধ লৈয়া সেই পুষ্প ব্রাহ্মণেরে দিল॥
সভার মধ্যেতে দ্বিজ বড় পাইল তাপ।
ইন্দ্রেরে কোপিয়া দ্বিজ দিল ব্রহ্মশাপ॥
ঘ্রাণ লইয়া পুষ্প ইন্দ্র দিল মোর তরে।
না মানিল দ্বিজগুরু নিজ অহঙ্কারে॥
.. ..
মার্জার হইয়া থাক জাল্যার মন্দিরে॥
ব্রহ্মশাপ দিয়া দ্বিজ করিল গমন।
জাল্যার মন্দিরে ইন্দ্র দিলা দরশন॥
বিড়াল হইয়া ইন্দ্র রহে জাল্যা ঘরে।
কোন জন নাহি জানে দেবতার পুরে॥
কাতর হইয়া শচী জিজ্ঞাসে দেবেরে।
আচম্বিতে ইন্দ্র রাজা গেল কোথাকারে।
ধেয়ানে জানিলা দেব সকল কারণ।
ব্রাহ্মণের শাপ কথা কহিল তখন॥
শচী বলে দেবগণ বলহ উপায়।
কেমতে পাইব আমি প্রভু ইন্দ্ররায়॥
দেবতা বলেন শচী শুন মন দিয়া।
ইন্দ্রেরে পাইবে তুমি কালিকা পূজিয়া॥
এতেক বচন যদি বলে দেবগণ।
কালিকার ব্রত শচী নিলেন তখন॥

১। পূর্ণ হইল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল।—(ভারতচন্দ্র, ১৪৭)।

২। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মতে শ্বশুরগৃহে যাওয়ার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করে এবং তাহার নাম হয় পদ্মনাভ।

বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
... ...
ষষ্ঠ মাসে সুখে অন্ন দিল মুখে
পদ্মনাভ রাখে নাম।—(রামপ্রসাদ, ১৮৮)।
শুভ ক্ষণ জানি অন্ন দিল ছয় মাসে।
পদ্মনাভ নাম রাখে মনের হরষে।—(কৃষ্ণরাম, ৩১খ)।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সুন্দরের পুত্রের লেখাপড়া, বিবাহ ও রাজ্যলাভের বর্ণনা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

কর্ণবেধ করি সুখে যজ্ঞসূত্র দিল।
মসান রাজার কন্যা বিবাহ করিল।—(কৃষ্ণরাম, ৩১খ)।

সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন।
শুভ ক্ষণে যাত্রা কৈল যাত্যে নিকেতন ॥
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী যায় ঘরে।
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া কহিল বাপেরে ॥

[সুন্দরের দেশে যাত্রা]

শুনিঞা ত বীরসিংহ হরষিত মন।
হরিষ বিষাদ মনে ডাকে পাত্রগণ ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝায় সুন্দরে।[১]
সুন্দর একান্ত বলে যাব আমি ঘরে ॥
না রহে জামাতা রাজা নিশ্চয় জানিয়া।
যাইতে অনুমতি দিল হরষিত হৈয়া ॥
যুবক সহায় দিল পদাতিকগণ।
গজ বাজী ধ্বজ রথ দিব্য সিংহাসন ॥
শিশু দেখি দাস দাসী দিলেন বহুত।
গর্ভবতী দেখি গাভী দিলেন অযুত ॥
অনেক বাজনা দিল সুন্দরের সঙ্গে।
নৃপতির সুত সঙ্গে চলে নিজ রঙ্গে ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ে বিদ্যা সদানন্দ কোলে।
কুন্তী পাটরাণী ভাসে নয়নের জলে ॥
বর্দ্ধমানের যত লোক কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী ঘরে যায় ॥
গজপৃষ্ঠে বহিয়া নিলেক বহু ধন।
শুভ ক্ষণে নৃপসুত করিল গমন ॥
কান্দিতে লাগিল বিদ্যা মাথে হাত দিয়া
কুন্তী পাটরাণী কান্দে অবনী পড়িয়া ॥
বর্দ্ধমানের যত লোক কান্দে উচ্চস্বরে।
পাছু গোড়াইয়া লোক ধায় উভরড়ে ॥

সুন্দর করিল রাজার চরণ বন্দন।
গুরজন বন্দ্যা চলে নৃপতিনন্দন ॥
বর্দ্ধমান পাছে রাখি সুন্দর চলিল।
শুভ ক্ষণে বিষ্ণুপুরে দরশন দিল ॥
সৈন্য সমেতে বালা যায় যেইখানে।
তুষিল সকল লোক নানাবিধ দানে ॥
যেইখানে বন দেখে সুন্দর কুমার।
সেইখানে ধন দিয়া বসায় বাজার ॥
যেইখানে দেখিলেক চামুণ্ডার বারা।
সেইখানে ধন দিয়া নির্ম্মায় দেহারা ॥
নীলগিরি নৃপসুত পশ্চাৎ করিয়া।
নীলাচলে নৃপসুত উত্তরিল গিয়া ॥
হরষিতে প্রদক্ষিণ কৈল জগন্নাথ।
যতেক ব্রাহ্মণ আসি যোগাইল ভাত ॥
নানাবিধ ধন দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ।
চড়ই পর্ব্বত দিয়া করিল গমন ॥

[মাণিকানগরে সুন্দরের অভ্যর্থনা]

মাণিকানগরে আইল রাজার কুমার।
ভাট দিয়া পুরেতে পাঠায় সমাচার ॥
পুত্রশোকে আকুল আছিল নৃপমণি।
আগু বাড়াইতে রাজা ধাইল আপনি ॥
অন্তঃপুরে বার্ত্তা পায় গুণবতী রাণী।
মৃত [তের] শরীরে যেন সঞ্চরে পরাণী ॥
আনন্দিত পুরীখণ্ড নাচে বাহু তুলি।
এত দিনে আশা পূর্ণ কৈল ভদ্রকালী ॥
বহুমূল্য ধনে ভাটে করিল ভূষিত।
রামজয় বাদ্য সব বাজে চারি ভিত ॥
কালীপদেত্যাদি।

১। এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি।
যতন করি আনাইব জনকজননী।—(কৃষ্ণরাম, ৩০ক)।
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আমাই তোমার মাতাপিতা।—(রামপ্রসাদ, ১৮৫)।

এতেক বলিয়া ছলে ধরিবারে যায়।
কোপ হৈল ভদ্রকালী লোচন ঘুরায়॥
সাপটিয়া ধরিল যতেক দূতগণে।
বদনে পূরিয়া তারে মথয়ে দশনে॥
দূরে ছিল এক দূত গেল পালাইয়া।
যমেরে কহিল কথা যোড়কর হৈয়া॥
থর থর হৈয়া কাঁপে মুখে নাহি রা।
পাছু পানে চাহে ঘন কাঁপে সর্ব্ব গা॥
যম বলে কি কারণ কহ ঝাট করি।
কোন বিকটন তোর হৈল মর্ত্ত্যপুরী॥
দূত বলে যমরায় বলিল তোমারে।
প্রাণ লইয়া সুরপুরে যাও না সত্বরে॥
এক বুড়ী রথে চড়ি যায় পাপী লৈয়া।
আমরা রাখিল তার পথ আগুলিয়া॥
কোপে বুড়ী মুখ মেলি গিলিল সবারে।
প্রবন্ধে রাখিয়া প্রাণ কহিল তোমারে॥
শুনিঞা কোপিত যম লোহিতলোচন।
মহিষ উপরে কোপে হৈল আরোহণ॥
কালদণ্ড হাতে করি কোপে যম ধায়।
অস্ত্র হাতে পশ্চাতে কিঙ্করগণ যায়॥
অন্তরে কোপিত কালী জানিল কারণ।
যম সম কোটি যম করিল সৃজন॥
কালদণ্ড হাতে সবার মহিষ বাহন।
কোটি যম মহাকোপে করিল সাজন॥
মার মার বলে সবে দন্ত কড়মড়।
দেখিয়া ত্রাসিত যম উঠ্যা দিল রড়॥
মহিষ চড়িয়া যম ধায় রড়ারড়ি।
পশ্চাতে যোগিনীগণ দেই তাড়াতাড়ি॥
পালাইল যম ঘন হাসে ভদ্রকালী।
চৌদিকে যোগিনীগণ দেই করতালি॥
রড়ারড়ি গেল যম ইন্দ্রের সমুখে।
শ্রীকবিশেখর কহে বোল নাহি মুখে॥

[কালী কর্ত্তৃক ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পরাভব]

যম বলে দেবরাজ কি আর বিষয়ে কাজ
তোমারে করিল নিবেদন।
কহিবারে লাজ বাসি কেমত দেবতা আসি
অলক্ষিতে করয়ে সৃজন॥
আমার দূতেরে পায়্যা পাপী জন রথে লয়্যা
কোটি যম করিল উৎপতি।
দেবের দেবত্ব দূর জিনিবেক দেবপুর
নাশ হৈব দেবের বসতি॥
যমের বারতা শুনি কোপে ইন্দ্র নৃপমণি
ঐরাবতে হৈল আরোহণ।
কে কৈল মরিতে সাধ দেবতার সনে বাদ
বজ্রহাতে করিছে তর্জ্জন॥
অন্তরে জানিঞা কথা কোপিল ভুবনমাতা
কোটি ইন্দ্র করিল সৃজন।
সবে ঐরাবত পিঠে অরুণসহস্র দিঠে
বজ্রহাতে করিছে তর্জ্জন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে দেখিয়া ত পুরন্দরে
কম্পিত হইলা শচীনাথে।
দেখয়ে প্রলয় বড় ত্রাসে গজ দিল রড়
ইন্দ্র গেল ব্রহ্মার সাক্ষাতে॥
ইন্দ্র বলে প্রজাপতি রক্ষা কর লঘুগতি
কোটি ইন্দ্র আইসে সাজিয়া।
কহিবারে লাজ বাসি কেমত দেবতা আসি
সৃষ্টি করে তোমারে নিন্দিয়া॥
ইন্দ্রের বদনে বাণী কোপ হৈল পদ্মযোনি
হংসবাহনে দ্রুত ধায়।
বুঝিয়া ভুবনমাতা ব্রহ্মার গমন কথা
কোটি ব্রহ্মা সৃজিল লীলায়॥
চাপিয়া মরালরাজে নানা জন্তুগণ সৃজে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
দেখি ব্রহ্মা ভয় পায়্যা ধায় হংস তেয়াগিয়া
উপনীত যথা নারায়ণ॥

শব্দসূচী

[শ. কো. = শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-প্রণীত 'শব্দকোষ' ; ক. ক. চ = কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)]

অঙ্গবলি—অঙ্গোপহার, ৪৬, ৪৭

অপ্সরী—১৩, ৫৭

আউদ্বড়—আলুলায়িত, ('আদ্বড়', 'আউদড়' শ. কো.) ৩৯

আকুলি—আকুল, ২, ১০ (তুল° শোকাকুলি ৬১, ১০)

আগু—আগ, ৬০

আচম্বিত—হঠাৎ, ৫৭

আৎসাদিল—আচ্ছাদিত করিল, ২৬

আনল—অগ্নি, ৪৩

আরতি—নিয়োগ, আদেশ ৩৬ (তুল° ক. ক. চ)

আল্বাইয়া—আলুলায়িত হইয়া, ২৪

আসর—সভা, ১

আঁকুড়া—অঙ্কুশাকার পদার্থ, (তুল° পূর্ব্ববঙ্গ—আকড়া ; যথা—বেতের আকড়া, তিতৈলের আকড়া ; 'আঁকুড়ী' ক. ক. চ. ১১৩) ২১

ইৎসা—ইচ্ছা, ১৫, ২২

ইথি—৮

ইথে—এখানে, ৬

ইথে—ইহাতে, ৪২

ইবে—এবে, এখন, ৫৬, ৬৬

উছটে—হোঁচটে, ১০

উছুর—(কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ডে 'উচ্ছুর' ; 'দিনাবসানমুৎস্থরঃ'—অভিধান-চিন্তামণি) ২০, ২২

উতরোল—চঞ্চল, ব্যস্ত, ৪৭

উতরোলি } -ব্যস্ত, ৫২, ৬৯
উতরলী }

উদন—ওদন, খাদ্য, ৩৬

উধা—(শ. কো. 'উধাও'—উদ্ধাবন) ১২

উপজয়ে—উৎপন্ন হয়, ৭

উপাধাম—উপাধি (?) ৬৪

উপাম—উপমা, ১৮

উভ রড়ে—উর্দ্ধবেগে, ৪৭, ৬০

উভরায়—উর্দ্ধরবে, ৬০, ৬১

উভে—উর্দ্ধে, গভীরতায়, ৪৫

উরহ—আবির্ভূত হও, ১

উলে—নামে, ২৬, ৫৬

একু—একই, ৫৫, ৫৯

এড়িলেক—ছাড়িল, ১৭

কটোরা—মাটির বাটী, (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'কটোর') ২৮

কপাট—দ্বারাবরণকাষ্ঠ, প্রয়োগ—দুয়ারে কপাট দিয়া, কপাট দুয়ারে, ৩২, ৪৩ (তুল°—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ)

কনকবৌলি—কর্ণালঙ্কারবিশেষ, ২৬, ২৯

কবি—কবিতা, ৩৩, ৬৫

করিয়ে—করা হইতেছে, ২

কস্তুরী—পুষ্পভেদ, ২০

কাতি—কর্ত্তরিকা, ৩০

কামান—ধনুক, ১, ১৫, ২৪, ২৯

কায়বার—স্তুতি, ৬৭

কাহাল—বাদ্য-বিশেষ, ৭, ৫৭

কিয়া—ক্রিয়া, ফল, ৪৪ (তুল° ভারতচন্দ্র)

কুদীনা—অত্যন্তদীনা, ১৬

কুলবতী—কুলীন, কুলীনা, ৪৭, ৬৬

কুলুপ—৫২

কুলুপিয়া শঙ্খ—খিলান শাঁখা, ৪৩

°কূপ (মদনকূপ, মরণকূপ) ৬৪, ৬৫

কোদাবরী—কোবিদার (?), পুষ্পভেদ, ২০

ক্ষীরখণ্ড—৭, ১৭, ২২, ২৫

ক্ষীরোদবাস—বস্ত্রভেদ, (তুল° গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—'খিরবলি কাপড়') ১৪, ২৯

°খণ্ড—পুরীখণ্ড—৮, ৫৭, ৬০

রাজ্যখণ্ড, ৫৭

খড়গি—খিড়কী, ('খড়কি' ক. ক. চ.) ২২
খাঁসি—খাইস, খাস, ৪০
খিনি—ক্ষীণ, ৪৯
খুঙ্গি—'মস্তাধার-লেখনী রাখিবার পেড়ী' শ. কো., ৬, ১৬
খাঁখার—কলঙ্ক, ৩৮

গণ্ডা—গণ্ডার, ৯
গরিসে—গ্রীষ্মে, ৩৯
গুড়ায়—গুটায়, ৪৩
গুড়াইয়া—গুটাইয়া, ২২
গুপত—গুপ্ত, ৫৯
গুপতে—গোপনে, ৫৫, ৫৬
গুলাল—বাবই তুলসী, ২০
গোড়ায়—যাপন করে, ৩৬
গোপতে—গুপ্তভাবে, ৫৫
গোপথে—গুপ্তভাবে, ৪৫
গোপিনী—গোপী, ২৮, ৩০
গোসানি—গোস্বামিনী, মাননীয়া, ৪
গোড়াইতে—নিকটবর্তী হইতে, ৪৭
গোড়াইয়া—নিকটবর্তী হইয়া, ৬০
গোড়ায়—নিকটবর্তী হয়, ৪৩
গোহা—গুহা, ৩৩

ঘরাঘরি—গড়াগড়ি, ১৫
ঘলঘষি—দ্রোণপুষ্প, ২০

চেয়াড়—'বাঁশের বাখারির মুখে ফলালাগান বাণ'—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী, ৫৬১ ; 'বংশত্বক্' শ. কো. ৪১

জগঝম্প—বাদ্য-বিশেষ (ক. ক. চ., ৯৫) ৭
জটা—পুষ্পভেদ, (ক. ক. চ., ১১০) ২০
জনু—যেন, ২৬
জলা—পুষ্পভেদ, ২০
জাল্যা—জালিয়া, জেলে, ধীবর, ৫৭
জিউকে—জীবনের, ৪৬
জিয়াব—বাঁচাব, ৬২
জিলে—বাঁচিলে, ৬২
জিহা—জিহ্বা, ৫৬
জিহি—জিহ্বা, ৬২
জীকু—জীবিত হউক, ১০
জুয়ায়—সঙ্গত হয়, ৪১
জ্ঞানহত—হতজ্ঞান, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, ৫৭

ঝাড়াব—৩০
ঝাঝুরী—বাদ্য-বিশেষ, ২৮
ঝাটী—পুষ্পভেদ, ২০ (ক. ক. চ., ২৩২)
ঝাড়ি—গাড়ু, ৫৭
ঝারা—ঝাড়, ৩২
ঝাঁট—সম্বর, ৫২, ৫৩, ৫৬
ঝাঁপয়ে—ঢাকে, ৩২
ঝাঁপে—ঢাকে, ৩৫
ঝাঁপি—ঢাকিয়া, ১৬
ঝি—কন্যা, ২৪

টাঙ্গন—ঘোটকভেদ, ৬১

ঠাকুর—প্রভু, ৪১
ঠার—ইঙ্গিত, ১৪

থ—তথায়, ২৯
তথির—তাহার, ১১, ২৫
তাড়—তাড়বালা, হস্তালঙ্কারবিশেষ, ১৪, ২৯
তাড়াতাড়ি—ধাওয়া, তাড়া (তুল° ভারতচন্দ্র) ৬৮
তুয়া—তোমার, ৪২, ৪৩, ৫৪
তুহ—তুমি, ৩৮
তেজে—ত্যাগ করে, ৬৪
তেরি—তোমার, ১
তোড়ানি—আমানি, ৭
ত্বরাত্বরি—তাড়াতাড়ি, ৯

দগর—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, 'মাটির ছোট নাগরা-বিশেষ' শ. কো. ১৮
দড়—দৃঢ়, ৩৯, ৫৮
দশনে কপাট—দাঁতকপাটি, ৪৭
দাদুর—তোলাপাড়, ['দাঁদাড়' শ. কো.] ৪৪
দামামা—বাদ্য-বিশেষ, 'বড় নাগরা' শ. কো. ১৮
দিঠে—দৃষ্টিতে, ৬৮